

POLITICAL SCIENCE (2ND SEMESTER, CBCS)

DSC-1B (CC-2): - INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS

TOPIC NO. 5- RELIGION AND POLITICS: DEBATES ON SECULARISM AND COMMUNALISM

BY- SHYAMASHREE ROY, ASSISTANT PROF, DEPT. OF POLITICAL SCIENCE.

সরকার সরকার ব্যবস্থা হিসাবে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ভারতীয় সংবিধান জোর দিয়েছিল: "আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের গঠনের এবং এর সমস্ত নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য এককভাবে সংকল্প করেছিলাম; ন্যায়বিচার-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক; চিন্তা, ভাব, বিশ্বাস, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা; স্থিতি এবং সুযোগের সমতা; এবং তাদের সবার মাঝে প্রচার করা; ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র এবং ইউনিট এবং জাতির অখণ্ডতা মর্যাদাবোধ আশ্বাস; আমাদের গণপরিষদে 1949 সালের এই ছাব্বিশ দিনের দিন, এই মাধ্যমে এই সংবিধানটি গ্রহণ করুন, প্রয়োগ করুন এবং আমাদেরকে দিন " ১৯৫১ সালে সংসদে হিন্দু কোড বিলের বিষয়ে বক্তব্য রেখে খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ড। বিআর আশ্বেরদার গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন- 'এর (ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র) এর অর্থ এই নয় যে আমরা ধর্মীয় অনুভূতি বিবেচনায় নেব না মানুষ। অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অর্থ এই সংসদটি বাকী জনগণের উপর কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম চাপানোর পক্ষে সক্ষম হবে না। সংবিধান পুনর্গঠনই এটাই একমাত্র সীমাবদ্ধতা '। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং রাজ্য যতক্ষণ না নাগরিকরা তাদের স্ব-সরকারের দায়িত্বে থাকবে ততক্ষণ ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে, যেহেতু তারা সহায়তা পাবে কারণ ভারতের একটি রাজনৈতিক tradition তিহ্য রয়েছে যা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে। ভারতীয় সংবিধানটি তার সমস্ত নাগরিককে ধর্ম প্রচার, অনুশীলন এবং প্রচারের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয় এবং রাষ্ট্র এবং তার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সমস্ত ধর্মের প্রতি কঠোর নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা দেয়।

সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদের উত্থানের কারণে unity ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলি হুমকির মধ্যে রয়েছে। এই দুটি উপাদান সরকারে ক্ষমতা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদদের হাতে শক্তিশালী উপায়। রাজনৈতিক দল পাওয়ার জন্য অনেক দলই সাম্প্রদায়িক, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয়দের বিভক্ত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রভাব সাম্প্রদায়িকতা এবং কাস্টারিজমকে বিশ্লেষণ করার জন্য বর্তমান অধ্যয়ন করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা ভারতের একটি শক্তিশালী শক্তি। ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ জড়িত বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদের চ্যালেঞ্জগুলি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তারা আমাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ফেডারেল রাষ্ট্রের কাজ এবং স্থিতিশীলতা দুর্বল করে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে পরিচালিত এবং আমাদের নতুন পরিচয়ের উপায় সরবরাহ করে এমন মৌলিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে। 'বর্ণবাদ' এবং 'সাম্প্রদায়িকতা' ভারতীয় সাংস্কৃতিক বহুধর্মবাদের সমৃদ্ধ এবং ঘনিষ্ঠভাবে তৈরি বোনা ছিঁড়ে ফেলছে।

ভারত সামাজিক বিবর্তনের উপজাতি, সামন্তবাদী এবং শিল্প পর্যায়ে মিশ্রিত এবং জটিল মিশ্রণ। এটি স্বল্প সাক্ষরতার হার, ধর্মের শ্বাসরোধ, কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যের মিশ্রণযুক্ত। এগুলি এবং অন্যান্য সামাজিক টানাপড়েনের এত সহজে চিহ্নিতযোগ্য কারণগুলি ব্যতীত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিজেই উত্তেজনার সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ। প্রতিটি দল, সম্প্রদায় এবং অঞ্চলটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে, একমাত্র কার্যকর unifik্যবদ্ধ শক্তি এখনও কৌশলে বাকী ছিল। ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুজ্জীবন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। কাশ্মীরে এটি হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম; গুজরাটে, এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মবাদী শক্তি এবং পাঞ্জাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে শিখ। এই উত্তেজনা বিবিধ সংস্কৃতিগুলির দ্বন্দ্ব নয়; তাদের প্রত্যেকটি সম্ভাব্য এবং আসলে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যা কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে নয়। সাম্প্রদায়িকতা সমসাময়িক রাজনৈতিক সুবিধার্থে একটি বিন্যাস করার জন্য একটি নৈতিক অর্ডার থেকে ধর্ম বিকৃত করার নেই।

ভারতীয় গণতন্ত্র একটি প্রতিনিধি গণতন্ত্র। এটি সরকারের এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হ'ল নির্বাচন এবং ভোটদান। নির্বাচনগুলি রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের জন্য পর্যাপ্ত শর্ত নাও হতে পারে তবে এগুলি একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বলে সন্দেহ নেই little আসলে নির্বাচন গণতন্ত্রের খুব প্রাণকেন্দ্র। এটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, শাসকদের জবাবদিহি করতে বলা হয় এবং প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন করা হয়। নাগরিকদের তাদের প্রতিনিধি বাছাইয়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনগুলি রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, জনগণকে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা এবং নাগরিকদের সামনে নীতিমালার বিভিন্ন বিকল্প রাখার বিষয়টি রয়েছে। সুতরাং, এই সন্দেহের সামান্যই সন্দেহ থাকতে পারে যে নির্বাচন যে কোনও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার দ্বারা লোকেরা তাদের রাজনৈতিক পছন্দ এবং নাগরিক হিসাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করে। সুতরাং নির্বাচনকে অর্থবহ ও প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য ভোটাধিকার সরবরাহ করা হয়েছে।

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং ভোটাধিকার সমস্ত লোক ভারতীয় গণতন্ত্রের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, স্বাধীনতার পরপরই রাজনৈতিক দলগুলি এবং রাজনীতিবিদরা প্রোগ্রাম এবং আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করার গণতান্ত্রিক traditionsতিহ্যকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে ভোটারদের একত্রিত করার সহজ উপায়গুলি সন্ধান করতে শুরু করে। তারা ধর্ম, সম্প্রদায় এবং বর্ণগুলিতে তাদের "ভোট ব্যাংক" শক্তিশালী করার সহজ কারণ খুঁজে পেয়েছিল। ভারতের আইনটি রাজনৈতিক দলগুলিকে বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে নিষেধাজ্ঞা দেয় না।

সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

সাম্প্রদায়িকতা একটি বহুমাত্রিক, জটিল, সামাজিক ঘটনা। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বংশোদ্ভূত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কারণ রয়েছে। সাধারণত দেখা গেছে যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে ভূমিকা নির্ধারণ ধর্ম দ্বারা নয় বরং অ-ধর্মীয় শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। সাম্প্রদায়িক নেতারা যে দাবিগুলি করেছেন এবং করেছেন সেগুলির যন্ত্র সহকারে যাচাই-বাছাই ধর্ম, traditionতিহ্য এবং সংস্কৃতির মুখোশের অধীনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আসল চরিত্র এবং লক্ষ্য প্রকাশ করবে। এর আগে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতাকে বিভাজন ও শাসন নীতি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন বিষয় ব্যবহার করে স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা এটি অব্যাহত রয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার শিকড় খুব গভীর এবং বৈচিত্র্যময়। কিছু শেকড় ভারতীয় সমাজের কাঠামো এবং প্রকৃতিতে রয়েছে যা বহু-ধর্মীয়, বহু বর্ণ, বহু-ভাষী, বহু বর্ণবাদী এবং বহু-অঞ্চলীয় চরিত্রগত। এই ভিত্তিতে বিভক্ত একটি সমাজ সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিকাশে সহায়তা করে। এটি দু'ভাবে বলা যেতে পারে যে হিন্দু এবং মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাদের বিভিন্ন বিকাশও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে অবদান রাখে। প্রায়শই দেখা যায় যে সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অন্য সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া।

ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে ভারতীয় সংবিধান দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, যার অর্থ সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমস্ত ধর্মের সহনশীলতা, কোনও রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং রাষ্ট্র কর্তৃক কোনও ধর্মের সমর্থন বা সমর্থন নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা অবলম্বন করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারে সরকার গঠন করবে এবং জনগণ সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জড়িত হবে এবং এর ফলে একটি নতুন ভারতীয় সমাজ তৈরি হবে। মানব স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং সাম্যের সম্পূর্ণ সম্মানের ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি যা প্রত্যাশিত ছিল।

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে কোনও রহস্যবাদ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা anti-God বিরোধী নয়; এটি ধর্মপ্রাণ, অস্ত্রাব্যক্তি এবং নাস্তিকের মতো আচরণ করে। এটি God রাষ্ট্রের বিষয়গুলি থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিশ্চিত করে যে কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না। ডাঃ আশ্বদকর বলেছেন যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ এই সংসদটি বাকী জনগণের উপর কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম চাপানোর পক্ষে সক্ষম হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি নীতি ভিত্তিক সামাজিক নীতিশাস্ত্রের একটি ব্যবস্থা যা নৈতিক মান এবং আচারকে ধর্মের উল্লেখ ছাড়াই বর্তমান জীবন এবং সামাজিক সুস্থতার রেফারেন্স সহ একচেটিয়াভাবে নির্ধারণ করা উচিত। বহুবচন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি এবং ধর্মীয় সহনশীলতা হল ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তি। এটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত ধর্মই God-উপলব্ধির সিদ্ধির জন্য সমানভাবে ভাল এবং কার্যকরী পথ। সাংবিধানিক প্রকল্প থেকে এটি স্পষ্ট যে এটি ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যের গ্যারান্টি দেয় যে রাষ্ট্রের কোনও ধর্মই নেই। আর্টস দিয়ে সংবিধানের উপস্থাপনা পাঠ করা। 25 থেকে 28 এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় এবং সাংবিধানিক প্রকল্পে সেকুলারিজমের ধারণাটি জড়িত। ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণাটি ভারতীয় সংবিধানের পরিকল্পনার নিদর্শন চিত্রকর্মের কেন্দ্রীয় স্বর্ণের সূত্রের হিসাবে বোনা সমতার অধিকারের এক দিক। ভারতীয় সংবিধানে "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, "কারণ এটি একটি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক শব্দ যা একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে সক্ষম নয়।" ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম মৌলিক কাঠামো, যা না হয় মীমাংসিত হতে পারে এবং না বিকৃত হতে পারে।

বিশ্বে এমন কিছু সংবিধান রয়েছে যা রাষ্ট্রের ধর্ম এবং God আধিপত্যের বিধান করে।

ভারত বহু ধর্মীয় দেশ। প্রতিটি ধর্মের বিশ্বাসীরা তাদের ধর্ম নিয়ে খুব গর্বিত এবং তাদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রাখতে উদ্বিগ্ন। এই সামাজিক-ধর্মীয় প্রসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্মীদের সকলের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং একই সাথে তাদের আন্তঃ ধর্মীয় সামাজিক সম্পর্কেও সমন্বিত করতে হবে। যদিও সাংবিধানিক কাঠামো গণতন্ত্র ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি সরবরাহ করে, গণতন্ত্রের আসল অনুশীলনটি প্রকাশ করেছে যে রাজনৈতিক দলগুলি এবং সরকারী কর্মীরা সাংবিধানিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ করতে সক্ষম হয়নি। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারত একটি ফেডারেল দেশ যা বিভিন্ন ধর্মের প্রতি অনুরাগী এবং অনুশীলনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং ভারতীয় সংবিধানের পিতৃপুরুষদের জন্য একটি সংবিধান গঠনের পক্ষে আবশ্যিক ছিল যা অবশ্যই ধর্মের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়েছিল। ২৫ থেকে ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মের স্বাধীনতার গ্যারান্টি ছাড়াও 14,15,16 অনুচ্ছেদের মতো আরও বিধান রয়েছে যা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে। প্রস্তাবনাটি ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও গঠন করে। এসআর বোমাই বনাম ইউনিয়ন অব ইউনিয়নে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়েছে। যে সরকার ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী, সংবিধানের বিধান অনুযায়ী তাকে সরকার বলা যায় না।

২৫ (১) অনুচ্ছেদ বিবেক স্বাধীনতার নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং ধর্ম প্রচার, অনুশীলন এবং প্রচারের স্বাধীনভাবে তার অধিকার রক্ষা করে। এই অধিকার দেওয়া সুরক্ষা নিখুঁত নয়। এটি আর্ট হিসাবে পাবলিক অর্ডার, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য সাপেক্ষে। 25 (1) নিজেই বোঝায়। এটি ভবিষ্যতে বিদ্যমান আইনের অধীনে রয়েছে যা কলাতে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। 25 (2)। কবর-ইয়ার্ডের বিষয়ে, যদিও জমিটি ভয়ঙ্কর এবং ওয়াশফ, তবুও এর অধিগ্রহণটি কোনও জীবিত ব্যক্তির ধর্মকে অনুমান করা, অনুশীলন করা বা প্রচার করার অধিকার হরণ করতে বলা যায় না। আর্টে স্বীকৃত স্বাধীনতা। 25 একটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এটি এমন একটি স্বাধীনতা যা কোনও ব্যক্তি ইচ্ছামতো নিজের ব্যক্তিগত অনুশীলনের জন্য দাবি করতে পারে; এটি এমন কবরগুলির সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয় এমন স্বাধীনতা নয় যেখানে অন্য কারও লাশ পড়ে আছে। শিল্পের আসল উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য। 25 হ'ল বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অনুমান করার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া। কোনও সন্দেহ নেই, আর্ট দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত স্বাধীনতা। 25 কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যই নয়, সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এই অনুচ্ছেদে থাকা গ্যারান্টিটির ব্যাপ্তি এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আদালতকে সর্বদা মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে বিধানের অন্তর্ভুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি মাথায় রাখতে হবে।

(i) বিশ্বাসের অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ ২৫ হ'ল সংবিধানের প্রতি বিশ্বাসের একটি নিবন্ধ যা এই নীতিটির স্বীকৃতি হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যে সত্যিকারের গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষাটি দেশের সংবিধানের অধীনে একটি স্বল্প সংখ্যালঘুওর পরিচয় খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা।

যদিও আর্ট। 25 কে "পাবলিক অর্ডার নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য" এবং "পার্ট III এর অন্যান্য বিধানগুলির", আর্টের সাপেক্ষে তৈরি করা হয়েছে। 26 কেবলমাত্র "পাবলিক অর্ডার, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য" সাপেক্ষে 10 আর্ট যখন। 25 সমস্ত ব্যক্তির উপর বিশেষ অধিকার প্রদান করে, আর্ট। 26 এটির যে কোনও বিভাগের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনুচ্ছেদ ১৯ (১) এর মধ্যে (ক) থেকে (ছ) নাগরিকদের জন্য বর্ণিত বিভিন্ন অধিকার প্রদান করে। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা এর মতো একটি অংশ নাগরিক নয়। সেই অর্থে দুটি নিবন্ধের

ক্ষেত্রগুলি কিছুটা আলাদা হতে পারে। আর্ট দুটি। 25 এবং আর্ট। 26 "শব্দটি জনসাধারণের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্যের সাপেক্ষে" এর আওতায় রয়েছে। "জনসাধারণের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য" এর পক্ষে এই ব্যতিক্রম কিছুটা হলেও আর্টের অধীন গ্যারান্টিযুক্ত ধর্ম প্রচার, অনুশীলন এবং প্রচারের অধিকারের বিবেকের স্বাধীনতার কিছুটা সীমাবদ্ধ করে। 25 (1) এবং শিল্পের অধীনেও ডান। 26 প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি কি শিল্প। 25 (1) অনুদান অন্য ব্যক্তিকে নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার পক্ষে নয় বরং তার ধর্মের প্রজ্ঞাপন দ্বারা তাদের নিজের ধর্মকে প্রচার বা প্রসারিত করার অধিকার। এটা মনে রাখতে হবে যে আর্ট। 25 (1) প্রতিটি নাগরিকের জন্য "বিবেক স্বাধীনতার" গ্যারান্টি দেয়, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরই নয়, এবং পরিবর্তে, পোক্ত করে যে অন্য ব্যক্তিকে নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কোনও মৌলিক অধিকার নেই কারণ যদি কোনও ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্য ব্যক্তির ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, যা দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য সমানভাবে দেওয়া 'বিবেকের স্বাধীনতার' প্রতি প্ররোচিত হবে।

সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ এবং সহিংসতায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটির অবনতি ঘটানো সবচেয়ে আক্রমণাত্মক প্রকাশ। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, জাতিগত সহিংসতা এবং রাজনৈতিক সহিংসতা গুরুতর মাত্রা অর্জন করেছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ইতিমধ্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গোধরা গণহত্যা, সন্ত্রাসবাদ, মুম্বই এবং মেলগাঁও বিস্ফোরণ ইত্যাদির মতো স্থান গ্রহণ করেছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফলাফল। নির্বাচনের প্রচারের সময় প্রতিটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী সম্প্রদায়কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্বারা জোর দেওয়া হয় এবং তাদের পছন্দ হয়, যাতে নির্বাচনে ভোটগুলি আকৃষ্ট করতে পারে। ১৯৯০ এর দশকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার গ্রাফটি উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে যা বেশ কয়েক বছর ধরে পুরো ভারতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। নির্বাচনের সময়, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণ অবক্ষয়ের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত সহিংসতা আরও বেড়ে যায়। কয়েকটি রাজনৈতিক দলও নির্দিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত দল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। এই দলগুলির এজেন্ডা কেবল জনসাধারণের নয়, এই সম্প্রদায়ের বিকাশ লাভ করে। এটা লক্ষণীয় যে, ভারতীয় জনতা পার্টি 'হিন্দু' রাজনৈতিক দল হিসাবে চিহ্নিত, ভারতীয় দল রিপাবলিক পার্টি দলিত এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর রাজনৈতিক দল হিসাবে চিহ্নিত, কংগ্রেস সংখ্যালঘু পিছিয়ে ও দলিতদের দল হিসাবে চিহ্নিত। এইভাবে, অনেক রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উত্সাহ দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলির কারণে ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজ বিভক্ত হয়ে আসছে। এইভাবে, সাম্প্রদায়িকতা কেবল ভারতের unityকোর জনই নয়, গণতন্ত্রকে হুমকি ও চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিণত করেছে। যদিও ভারতীয় গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা অর্জনের জন্য গড়ে তুলেছে সাম্প্রদায়িকতা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপসংহার

ভারতীয় সংবিধানে সমতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর জোর দিয়েছে, যা পরোক্ষভাবে ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সমান সুযোগ দেখায়। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তাদের পছন্দ মতো তাদের প্রতিনিধিদের ভোট দেওয়ার ও নির্বাচনের যোগ্য। নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুসারে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় যে কোনও প্রকারের প্রভাব বা জবরদস্তি নিষিদ্ধ। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যাতে হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশন এ জাতীয় বিধি তৈরি করেছিল। তবে এটি লক্ষণীয় যে ভোট দেওয়ার সময় বিভিন্ন বিষয় যেমন শিক্ষা, সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদির ফলে ভারতীয় নাগরিকরা ভোটকে প্রভাবিত করে। ইতিমধ্যে আলোচিত সম্প্রদায় এবং বর্ণ ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রধান প্রভাবশালী কারণ are এই কারণগুলি বৃহত্তর পরিমাণে ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, ফলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এড়িয়ে চলে। সুতরাং, এটি জোর দেওয়া হয় যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা এবং সফল গণতান্ত্রিক সরকারকে সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবাদ প্রধান চ্যালেঞ্জ।

সফল গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীনতা, সাম্যতা, ব্রাতৃত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যায়্য খেলাধুলা এবং ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আইনের শাসনের নীতিগুলির উপর নির্ভর করে। সফল গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য, রাজনৈতিক দলগুলি এবং ভারতীয় নাগরিকদের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং রাজনীতিবিদদের হাত পেতে এই উপাদানগুলিকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে কাজ করতে এড়ানো উচিত। রাজনৈতিক দলগুলিকে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত স্বার্থের যল নেওয়া অবশ্যই একটি আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নির্বাচন করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। নাগরিকদের পক্ষে প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তাদের বৃদ্ধিতে হবে যে সাম্প্রদায়িক এবং বর্ণবাদী রাজনীতির আসল উদ্দেশ্যগুলি দলকে বিভক্ত রাখা। তাই শিক্ষিত ও সচেতনদের সাম্প্রদায়িক শক্তির শিকার হতে তাদের রক্ষা করতে হবে। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের সাথে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী মনোভাব ভারতে তাদের শক্তি হারাতে বাধ্য।